কুরআন তিলাওয়াতের বরকত সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়
সংগঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ান

কুরআন তিলাওয়াতের বরকত সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে (ব্যক্তি) কুরআনে পাক পাঠ করল এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করল অতঃপর আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল, তারপর আপন প্রতিপালক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তবে সে মঙ্গলকে আপন জায়গা থেকে তালাশ করে নিলো।" (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী,২/৩৭৩, হাদীস- ২০৭৪)

ইয়া নবী! বেকার বাতো কি হো আদত মুঝছে দূর,
ব্যস দরূদে পাক কি হো খোব কছরত ইয়া রাসূল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে

www.dawateislami.net

বেঁচে থাকব। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব।
✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সূরা ইয়াসিনের বরকতঃ

একবার ইমাম নাসির উদ্দীন বসতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সে অসুস্থতার কারনে মুমূর্ষ অবস্তায় বেহুশ হয়ে পড়লেন। তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন মৃত মনে করে কাপন পরিধান করিয়ে তাকে কবর দিয়ে দিলেন, কবরে রাত্রি যখন তার হুশ আসল তখন তিনি তাকে দাফন অবস্থায় পেয়ে অনেক চিন্তিত হয়ে গেলেন! এই চিন্তিত এবং অপারগ অবস্থায় তার মনে পড়ল; যে ব্যক্তি চিন্তিত অবস্থায় ৪০বার সূরা ইয়াসিন শরীফ তিলাওয়াত করবে আল্লাহ্ তাআলা তার চিন্তা দূর করে দেন এবং অভাব দূর করে দেন। তাই এ লক্ষ্যে তিনি সূরা ইয়াসিন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করে দিলেন যখন তিনি ৩৯বার পড়লেন এক কাফন চোর কাফন চুরি করার মানসে তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কবর খনন করা শুরু করে দিলেন। তিনি তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে জানতে পারলেন যে, এটা কাফন চোর তাই ৪০বার তিনি খুব নিম্নস্বরে পড়া আরম্ভ করলেন। যেন সে শুনতে না পায়। এদিকে তিনি ৪০বার পড়া শেষ করলেন ওদিকে কাফন চোর তার কাজ সমাপ্ত করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। ভয়ে কাফন চোরের অন্তর কাপতে লাগল এবং সে পলায়ন করল। ইমাম নাসির উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মনে করলেন আমি যদি তাড়া-তাড়ি শহরে চলে যায় তাহলে মানুষ অনেক চিন্তিত এবং ভয় পেয়ে যাবে। তিনি রাতের বেলায় শহরে গেলেন এবং পাড়ার সকল ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকরেন আমি নাসির উদ্দীন বসতি! তোমরা মৃত মনে করে আমাকে ভুলে দাফন করে দিয়েছ আমি জীবিত। এ ঘটনার পর ইমাম নাছির উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কুরানে করিমের তাফসীর লিখেছেন। **(ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ, অনুবাদকৃত ১৩৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ফিলমো ছে দ্রামো ছে দে নাফরত তু ইলাহি
বস্ শওক মুঝে নাত ও তিলাওয়াত কা খোদা দে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কুরআনে করীমের কেমন বরকত, যখন ইমাম নাসির উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হুশ আসল তিনি নিজেকে দাফন অবস্থায় পেলেন। তখন এ চিন্তিত অবস্থায় তিনি সূরা ইয়াসিন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করলেন। যার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা অদৃশ্যভাবে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং তিনি নিরাপদে জীবিত অবস্থায় কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তার জান বেঁচে গেল। নিঃসন্দেহে কুরআনে করীম অনেক প্রিয় একটি নেয়ামত এবং রহমত ও বরকত ওয়ালা কিতাব। যা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বন্দাদের দিক নির্দেশনা, কল্যাণ এবং জীবন পরিচালনায় জন্য সরওয়ারে আলম, তাজেদারে রিসালত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী সিনা মোবারকের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। তাঁর মর্যাদার ও মহত্বের জন্য এতটুকু যতেষ্ট এটি আল্লাহ্ তাআলার কালাম। বরকতময় কিতাব প্রত্যেক দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। তাকে অবতীর্ণকারী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে বহনকারী হযরত সায়্যিদুনা জীব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। যে উম্মতের জন্য এসেছে তারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ উম্মত, যে ভাষায় অবতীর্ণ যা সুস্পষ্ট আরবী ভাষা, যে মাসে এসেছে তা সকল মাস থেকে সম্মানীত মাস, যে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে তা হাজার মাসের ছেয়েও দামী, যে জায়গায় অবতীর্ণ হয়েছে তা অনেক উত্তম ও মর্যাদাবান জায়গা। কুরআনে করীম আল্লাহ্ তাআলার ওহী, এটা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যলাভের মাধ্যম। সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ কিতাব। সমস্ত জ্ঞানে ধনভান্ডার, হেদায়তের পরিপূর্ণ গ্রন্থ। রহমতের ভান্ডার এবং বরকতের খনি। এটা এমন সংবিধান যার উপর আমল করলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটা এমন আলো যার মাধ্যমে সকল ধরণের অন্ধকার দূর করা যায়, এমন রাস্তা যা সোজা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের দিকে

www.dawateislami.net

নিয়ে যায়। সংশোধন ও তরবিয়্যতের এমন শৃংঙ্খলা যা মানুষকে সংশোধন করে তাকে অতুলনীয় করে তোলে। এটা এমন গাছ যার ছায়ায় আশ্রয় নেওয়াকারী প্রশান্তি লাভ করে। এমন ওয়াফাদার সাথী যা কবরেও সঙ্গ দিয়ে থাকে এবং হাশরেও ওয়াফাদারিত্বের হক আদায় করে থাকে। তাতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য শিফা রয়েছে, যে ব্যক্তি তাকে ধারণ করেছে সে হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে। যে ব্যক্তি তার উপর আমল করেছে সে উভয় জগতে কামিয়াব হয়েছে।

মুঝকো রোজানা তিলাওয়াত কা ভি তাওফিক দে,
ক্বারী কুরআঁ বানা খাদেমে কুরআঁ বানা।

আল্লাহ্ তাআলা ২৩ পারার, সূরা যুমরের ২৩নং আয়াতে কুরআনে করীমের প্রশংসায় বলেন:

সবচেয়ে উত্তম কিতাব

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা সব চেয়ে উত্তম কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম বর্ণনা।

তাফসীরে খাযেনে কুরআনে করীমকে اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম কিতাব হওয়ার দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা দিয়েছেন:

(১) শব্দগত এভাবে কুরআনে করীম ফাসাহাত ও বালাগাত এর দিক দিয়ে সবার উপরের মর্যাদায়। এটি না ছান্দিক, না সাধারণ বক্তব্য, না রিসালা আকৃতি বরং এটা এমন এক বাণী যা নিজস্ব ভাব ধারায় সবচেয়ে আলাদা।

(২) অর্থগত পদ্ধতি হচ্ছে কুরআনে করীমের কোথাও দ্বন্দ এবং মতরিরোধ নেই তাতে অতীতের খবর, পূর্বেকার বিভিন্ন ঘটনাবলী, অদৃশ্যের অনেক খবর, ওয়াদা, শাস্তি সহ জান্নাত ও জাহান্নামের অনেক বর্ণনা রয়েছে। **(তাফসীরে খাযেন, পারা- ২৩, সূরা- জুমার, আয়াত- ৪/৫৩)**

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফে রয়েছে اَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰه অর্থাৎ- উত্তম সত্যবাদী হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২০০, হাদীস- ৪৭৮৬) অন্য এক হাদীসে রয়েছে: خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰه উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। (সহীহ মুসলিম, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৬৭)

কুরআনে করীমের শিক্ষাকে ইসলামী ভাই ও বোনদের মাঝে বিষেশত মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের মাঝে ব্যাপক করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোয়া করেন:

হার রোজ মাই কুরআন পড়োঁ কাশ! খোদায়া!
আল্লাহ্! তিলাওয়াত মে মেরে দিল কো লাগা দে।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: সাধারণত হাদীসের অর্থ কথা, বাণী তাই এ অর্থে কুরআনও হাদীস এবং মানুষের কথাও কিন্তু পরিভাষায় হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীকে হাদীস বলা হয়। এখানে শাব্দিক অর্থ ব্যবহৃত হবে। আল্লাহ্ তাআলার বাণী সমস্ত বাণীর উপর এমন সম্মাণীত যেমন আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তার সৃষ্টির উপায়। (মিরআতুল মানাজিহ, ১/১৪৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আপনারা কুরআনে কারীমের বুযুর্গী, ফযীলত শ্রবণ করলেন করলেন। বাস্তবিক কুরআনে করীমের মহত্ব এবং মর্যাদার কোন অনুমান ও করা যায় না। তাকে পড়া ইবাদত, শ্রবণ করা ইবাদত স্পর্শ করা ইবাদত, এমনকি দেখাও ইবাদত এ পবিত্র বাণী রহমত এবং বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ। আসুন প্রথমে এ পবিত্র বাণীকে মুহাব্বতকারীদের ফযীলত শ্রবণ করুন:

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের পরিচয় লাভ করার পদ্ধতি

যার এটি উপলব্দি করা পছন্দনীয় যে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পছন্দ করা, তখন সে দেখবে কুরআনের প্রতি তার ভালবাসা কতটুকু (অর্থাৎ- সে কি কুরআনের তিলাওয়াত এবং তার উপর আমল করে। শরহে শিফা মোল্লা আলী ক্বারী) যদি সে কুরআনকে ভালবাসে, তাহলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসল। **(আলমুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ৯/১৩২, হাদীস- ৮৬৫৭)**

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আল্লাহ্ তাআলার সাথে মুহাব্বতের চিহ্ন হচ্ছে কুরআনকে মুহাব্বত করা, কুরআনে করীমকে মুহাব্বতের চিহ্ন হচ্ছে নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মুহাব্বত করা নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মুহাব্বত করার চিহ্ন হচ্ছে সুন্নাত (অর্থাৎ- তার হাদীস এবং জীবন ইত্যাদিকে) পছন্দ করা, সুন্নাতকে মুহাব্বত করার চিহ্ন হচ্ছে পরকালকে মুহাব্বত করা, পরকালকে মুহাব্বত করার চিহ্ন হচ্ছে দুনিয়াকে ঘৃণা করা, দুনিয়া ঘৃণা করার চিহ্ন হচ্ছে তাকে প্রয়োজনমত গ্রহণ করা এতটুকু নেওয়া যা আখেরাত পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। **(আশ শিফা বা তারিফে হুকুকিল মুস্তফা)**

জামেউল উলুম ওয়াল হেকম এ রয়েছে: মুহাব্বতকারীদের মধ্যে কোন বিষয় মাহবুবের কথা থেকে বেশি মিষ্টি হয়না। মাহবুবের কথা তাদের অন্তরে প্রশান্তির মাধ্যম হয়ে থাকে এবং এতেই তাদের উদ্দেশ্যের চাহিদা পরিসমাপ্তি হয়। **(জামেউল উলুম ওয়াল হেকম, ৪৫২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কুরআনে করীমকে মুহাব্বত করার কারণে কতইনা মর্যাদাবান হয়ে থাকে। কুরআনকে মুহাব্বত করা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মুহাব্বতের চিহ্ন বলা হয়েছে। কুরআনে করীমকে মুহাব্বতের চিহ্ন তা তিলাওয়াতের সাথে সাথে তার উপর আমল করাও। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কুরআন তিলাওয়াতকে রুটিন বানানো এবং তার মুহাব্বত অন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য "৭২টি মাদানী ইনআমাত" এর মধ্যে

www.dawateislami.net

মাদানী ইনআমাত ২১নং এ ইরশাদ করেন আপনি কি আজ কানযুল ঈমান থেকে কমপক্ষে ৩ আয়াত (তরজুমা ও তাফসীর সহ) পড়ার এবং শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন? তাই আমাদের অভ্যাস করা উচিত দৈনিক কানযুল ঈমান শরীফ খাযায়েনুল ইরফান তাফসীর সহ অথবা সিরাতুল জিনান (তাফসীর ও তরজুমা) খুব ভালভাবে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করা। এভাবে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের সাথে সাথে তিলাওয়াতের অসংখ্য উপকারীতা এবং বরকত নসীব হয়ে যাবে এবং আমলের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

কানযুল ঈমান আয় খোদা কাশ রোজানা পড়ো,
পড়কে তাফসীর উসকে পির উস পর আমল দকরতা রহো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ঐ সমস্ত লোক বড়ই ভাগ্যবান যে কুরআনে করীমকে মুহাব্বত করে এবং তার তিলাওয়াত করার সাথে সাথে তার উপর আমলও করে কিন্তু শতকোটি আফসোস! আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য লোক রয়েছে যারা কুরআনে পাক থেকে অনেক দূরে। মাসের পর মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও কুরআন তিলাওয়াতের নসীব হয়না। এই কারণে বর্তমানে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের চিন্তা মতানৈক্য ঝগড়া বিদাদ। এমন অনেক মন্দ প্রভাব আমাদের ঢেকে রেখেছে। আমাদের মাধ্য সবার ঘরে কুরআন শরীফ রয়েছে এতো অনেক সৌভাগ্যের বিষয় অথচ তা আমরা ঘরে রেখেই ভুলে গিয়েছি খুলেও দেখিনা। বস্তুত ঘরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তা সে ঘরের বাসিন্দাদের জন্য রিযিকের প্রশস্থতা তার অনেক কল্যাণ রয়েছে। সে ঘরে ফেরেস্তা উপস্থিত হয়, শয়তান পলায়ন করে। আর যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়না তা সে ঘরের বাসিন্দাদের জন্য আযাবের কারণ হয়।

www.dawateislami.net

কল্যান দূর হয়ে যায়, ফেরেস্তা বের হয়ে যায়, শয়তান প্রবেশ করে। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ৮৬২ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত তার নিজের আক্ষা ব্যাক্ত করেন:

ইলাহি খুব দেদে শোক কুরআন কি তিলাওয়াত কা,
শরফ দে মুম্বদে খযরা কে সায়ে মে শাহাদাত কা।

নবীদের সরদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে: "তোমরা কুরআনের সাথে সম্পর্ক রাখো, তাকে ধারাবাহিক পড়তে থাক। ঐ সত্তার সকম যে সত্তার কুদরতী হাতে আমার জান। নিঃসন্দেহে কুরআন অধিক মুক্তিদানকারী। ঐ সমস্ত উটদেরকে যেগুলো রশি দ্বারা আবদ্ধ।" (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৩৩) তাই হে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা কুরআনে কারীম এর বাস্তব মুহাব্বতকারী হয়ে যান, তার সাথে বস্তুত করে নিন। তাকে দৈনিক তিলাওয়াত করার অভ্যস্ত হউন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার রহমত এবং বরকত অর্জন হবে। ঘরের চিন্তা দূর হয়ে যাবে, রিযিকের মধ্যে বরকত হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সকল কাজ-কর্ম সহজ সমাধান হয়ে যাবে।

আমীরে আহলে সুন্নাত লিখেছেন:

তিলাওয়াত কি তৌফিক দেদে ইলাহী,
গুনাহো কি হো দূর দিলসে সিয়াহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন এখন কুরআনে করীমের মর্যাদা এবং ফযীলত সম্পর্কে কিছু শ্রবন করি, যেন আমাদের অন্তরেও কুরআনে করীমের গুরুত্ব এবং দৈনিক ধারাবাহিক তার তিলাওয়াত করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তাআলা ২২তম পারার, সূরা ফাত্বিরের ২৯নং আয়াতে বলেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তারা যারা আল্লাহ্ তাআলার কিতাব

www.dawateislami.net

اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِیَةً یَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿۲۹﴾

পড়ে এবং নামায কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এর মাধ্যমে তারা এমন ব্যবসার আশা করে যাতে কখনো ক্ষতি হবেনা।

তাফসীরে বগভীর মধ্যে এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় এসেছে এখানে ব্যবসা বলতে উদ্দেশ্য ঐ সাওয়াব যা আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করেছেন, তাতে কখনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এই প্রতিদান কখনো ধ্বংস হবেনা নষ্টও হবেনা। (তাফসীরে বগভী, ৩য় খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা) বস্তুত আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে করীম তিলাওয়াতকারীর জন্য মহা পুরস্কারের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

অন্য এক জায়গায় কুরআনে করীম তিলাওয়াতকারীর প্রশংসা বর্ণনায় বর্ণিত হচ্ছে:

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓىِٕكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা যেন সঠিক পদ্ধতিতে তা তিলাওয়াত করে, তারা তার উপর ঈমান আনায়ন করে, আর যারা কুরআনে করীমকে অস্বীকার করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।

(পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১২১)

হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; অত্র আয়াতে اُولٰٓىِٕكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ অর্থাৎ- তারা এই কুরআনের উপর ঈমান আনায়ন করে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঐ সমস্ত সাহাবী যারা আল্লাহ্ তাআলার আয়াতের উপর ঈমান আনে এবং তার সাত্তায়ন করে। (তাফসীরে দুররুল মনসূর,

www.dawateislami.net

১ম খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা) জানা গেল যে কুরআনে করীম তিলাওয়াতকরা ঈমানদারদের অংশ এবং তাদেরই বিশেষত্ব।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান এর মধ্যে ১ম খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠাতে রয়েছে:

কুরআন মাজীদের অধিকারঃ

তা থেকে এটা জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলার কিতাবের অনেক অধিকার রয়েছে। কুরআনের অধিকার হচ্ছে তাকে সম্মান করা হবে, তাকে মুহাব্বত কর হবে, তার তিলাওয়াত করতে হবে, তাকে বুঝতে হবে, তার উপর ঈমান আনতে হবে, তার উপর আমল করতে হবে, তাকে অন্যের কাছে পৌছিয়ে দিতে হবে। এভাবে হাদীসে মোবারকায় কুরআনে করীম তিলাওয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমনিভাবে এই বিষয়ে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শ্রবন করুন:

(১) "কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতে থাক, এটি কিয়ামত দিবসে পাঠকারীদের জন্য শাফায়াত করার জন্য আসবে।" (সহীহ মুসলিম কিতাবু ফাযায়িলুল কুরআন, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

(২) "হাদীসে কুদসীতে রয়েছে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: যে কুরআনে করীম আমার থেকে চায় এবং লোকজনের কাছে ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকে, তাকে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদের থেকে বেশি সাওয়াব প্রদান করব।" (কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৩৭)

(৩) "তিন প্রকারের লোক কিয়ামত দিবসে কালো কস্তুরীর ডালের উপর হবে, তাদের কোন প্রকারের ভয় থাকবেনা, তাদের থেকে হিসাবও নেয়া হবেনা এমনকি মানুষ হিসাব নিকাশ থেকে অবসর হবে (তাদের মধ্যে একজন) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করে এবং মানুষের ইমামত করে এক্ষেত্রে সে তার উপর সন্তুষ্ট।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০০২)

(৪) "আহলে কুরআন (অর্থাৎ তিলাওয়াতকারী, তার উপর আমলকারী)।" (ইত্তেহাফুস সিয়অদাতিল মুত্তাকিন, ৫ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা) "আল্লাহ্ওয়ালা এবং তার বিশেষ লোক।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৫)

আল্লাহ্! মুঝে হাফিযে কুরআন বানাদে,

www.dawateislami.net

কুরআন কে আহকাম পে ভি মুঝ কো চালা দে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কুরআন মজীদ, ফুরকানে হামীদের তিলাওয়াতের কতই বরকত আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকদেরই প্রশংসা করেছেন এবং হাদীস শরীফেও তাদের ফযীলত এসেছে। কুরআনে করীমের তিলাওয়াতকারীদের আল্লাহ্ তায়ালার খাছ বান্দা। যারাই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করে, কিয়ামত দিবসে তাদের কোন প্রকারের না ভয় আছে, না কোন হিসাব নিকাশ নেওয়া যাবে। একটু লক্ষ্য করুন এত নিয়ামত ও মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও ঐ আল্লাহ্র কালামকে তিলাওয়াত না করা কতই দুঃখের ব্যাপার।

যেক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুগ্যানেদ্বীনগণ কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অতি উৎসাহী ছিল। তারা প্রত্যেকটি আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করত এবং খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করত। যেমন- এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন: আমি একটি সূরা তিলাওয়াত শুরু করি এবং তাতে এমন বিষয়ের প্রতি চিন্তা ভাবনা করি যারা কারণে সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু ঐ সূরা পরিপূর্ণ হয়না। (ইহ্ইয়াউল উলুম) অন্য আর একজন বুযুর্গ ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত আছে তিনি বলেন; যে আয়াতে মোবারকা আমি বুঝা ব্যাতিত মনযোগ সহকারে পড়ি তাতে সাওয়াবের আশা কারিনা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৮৫২ পৃষ্ঠা) হযরত সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বরেন: আমি যখন কুরআনের কোন আয়াত তিলাওয়াত করি তখন চার পাঁচ রাত তা নিয়ে অতিবাহিত হয়ে যায়। যদি আমি সে আয়াত নিয়ে যতক্ষণ চিন্তা ভাবনা করবনা, ততক্ষণ অন্য আয়াত তিলাওয়াত করার সুযোগ হয়না। (প্রাগুক্ত) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এত বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন যার কারণে তার নিকট কুরআনের দু'টি পাণ্ডুলিপি শহীদ হয়ে গিয়েছিল। অনেক

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরাম দেখে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং কোন দিন না দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা অপছন্দ করতেন। (প্রাগুক্ত, ৮৪৩ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ্! আশিকানে কুরআনের ওসীলায় আমদের কুরআনের আশিক বানিয়ে দিন। হায়! কুরআন দেখা ছাড়া, তিলাওয়াত করা ছাড়া আমাদের যেন প্রশান্তি না আসে। আমীন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِیْ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ। অর্থাৎ- আমাদের উম্মতের সর্বোত্তম ইবাদত কুরআন তিলাওয়া।" (শুয়াবুল ঈমান বিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০২২) তায় কুরআন তিলাওয়াত থেকে অন্তর না ফেরানো উচিৎ, নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি যে এ দুনিয়া থেকে অধিক থেকে অধিক সাওয়াবের জন্য রত হয়ে যায়। তায় নিয়্যত করে নিন ভবিষ্যতে ধারাবাহিক কুরআন তিলাওয়াত করব। কখনও অলসতা করবনা। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

ইয়েহি হে আরযু তালিমে কুরআন আমা হো যায়ে,
তিলাওয়াত করনা ছোবহো শাম মেরা কাম হো যায়ে।

প্রিয় ইসলমী ভাইয়েরা! তালিমে কুরআনকে ব্যাপক করা শুধু আকাঙ্খা যতেষ্ট নয়, বরং কার্যতভাবে কুরআনে করীমের শিক্ষা ব্যাপক করার চেষ্টা করতে হবে। দা'ওয়াতে ইসলামী কুরআনে পাক হিফয ও নাজারা শিক্ষা দেশে দেশে শহরে শহরে গ্রামেগঞ্জে গলি গলি প্রত্যেক মহল্লার পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত। আপনারও এ চেষ্টায় দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদেরকে সাহায্য করবেন। কিভাবে সাহায্য করবেন? শ্রবন করুন নিজের প্রবিত্র অর্জন থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীদেরকে মাদ্রাসা বানিয়ে দিন যেন দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা আপনার মাদানী মুন্না ও মুন্নীদেরকে কুরআন পড়াতে পারে। কুনআন শিক্ষাকে ব্যাপক করার জন্য আপনার নিজের বেতন ও আয় থেকে কিছু অংশ নির্ধারণ করে নিন। চায়লে কোন শিক্ষকের বেতন নিজের

www.dawateislami.net

যিম্মায় নিয়ে নিন। অন্য কোন ইসলামী ভাইকে এ নেক কাজে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। আল্লাহ্ যদি চান তাহলে আপনি কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক করার অনেক প্রতিদান অর্জিত হবে। আপনি যদি কুরআন শরীফ না পড়েন তাহলে নিজেও দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগান) যা ৪১ মিনিটের হয়ে থাকে তাতে ভর্তি হয়ে যান। ইসলামী বোনদের জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগাত) যেখানে ইসলামী বোনদেরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কুরআনে পাক শিক্ষা দেয়া হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুরআন উত্তম ঔষধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকাল সন্ধ্যা কুরআন তিরাওয়াতকারীদের যেমন অনেক সাওয়াব অর্জিত হয়, তেমন তার বরকত ভিতরের বাইরের অনেক রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গলা ব্যথা অভিযোগ করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন: "তুমি কুরআন পাঠ করা পছন্দ কর।" (শুয়াবুল ঈমান, ২/৫১৯, হাদীস- ২৫৮০) এক ব্যক্তি এসে বললেন: আমার বুকে ব্যথা। ইরশাদ করলেন: "কুরআন পড়ো, আল্লাহ্ তাআলা বলেন: وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ অর্থাৎ- অন্তরের সুস্থতা।" (অদ্দুরুল মানসূর, ৪/৩৬৬) (পারা- ১১, সূরা- ইউনুস, আয়াত- ৫৭) বরং কুরআনুর করীম বিভিন্ন প্রকার রোগের ঔষধ। যেমন- নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "خَيْرُ الدَّوَاءِ اَلْقُرْاٰنُ অর্থাৎ- উত্তম ঔষধ হচ্ছে কুরআনুল করীম।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস- ৩৫০১)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন অর্থা উত্তম তাবীজ হচ্ছে সেটায় যা কুরআনের আয়াত দ্বারা করা যাবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি কুরআন ঐ বিষয় অবতীর্ণ করেছি

www.dawateislami.net

رَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۙ যাতে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে শিফা ও রহমত রয়েছে।

তাই কুরআন মাজীদ অন্তর, শরীর, কলবের জন্য ঔষধ। যেখানে কিছু এমন বাণী যাতে বিষেশ বৈশিষ্ট ও উপকারীতা রয়েছে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার বাণীর ব্যাপারে কি ধারণা যার মর্যাদা অন্যান্য বাণীর উপর এমন যেমন আল্লাহ্ তাআলার সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর। কুরআনে করীমে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা বিষেশ রোগ ও মুসীবতের পরিসমাপ্তি ঘটায়, সে আয়াতের বিষেশ লোকদের হয়ে থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীম সকল রোগের শিফা, মুসীবত ও দুঃখ মুছনকারী। কুরআনুল করীমের প্রত্যেক সূরার নিজস্ব ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে যা জান মালের হিফাযতকারী দুঃখ চিন্তা মুছে আনন্দ দেয় এবং রোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত জান্নাতী যেওয়ার এ কুরআনে করীমের কিছু সূরার সংক্ষিপ্ত ফযীলত শ্রবন করুন। সূরা ফাতিহা ১০০বার পড়ে দোয়া কবুল হয়। সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলে শয়তান ঘর থেকে পলায়ন করে। আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করলে অভাব দূর হয়। সূরা কাহাফ সর্বদা পাঠ করলে দজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচা যায়। মাতা-পিতার কবরে প্রত্যেক জুমাবার সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করলে তার অক্ষরের সংখ্যা পরিমাণ গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তার শেষ নিঃশ্বাস উত্তম হয়। সূরা দুখান পাঠ করলে মুশকিল আসান হয়ে যায়। যে মৃত্যু শয্যায় তার উপর সূরা যাসিয়া পাঠ করে ফুক দিলে তার পরিনাম কল্যাণকর হয়। সূরা হুজরাত পড়া এবং ফুক দিয়ে পান করা ঘরের কল্যণ ও মঙ্গলের জন্য উপকারী। সূরা কাফ পড়ার কারণে বাগানে ফল অধিক হয়। সূরা রহমান ১১বার পাঠ করলে সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। সূরা ওয়াকেয়া যে ব্যক্তি দৈনিক পাঠ করবে সে কখনো অভাবী হবেনা। সূরা মূলক প্রত্যেক রাতে পাঠ করলে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে। সূরা মুজাম্মিল ১১বার পাঠ করলে প্রত্যেক মুশকিল আসান হয়ে যাবে। সূরা মুদাচ্ছির পাঠ করে কুরআন স্মরণ রাখার দোয়া

www.dawateislami.net

করা হলে কুরআনে করীম স্মরণ করা সহজ হয়ে যাবে। সূরা নজিয়াত পাঠ করলে মৃত্যু যন্ত্রণা হবেনা। সূরা দোহা পাঠ করলে পলায়ন কৃত ব্যক্তি চলে আসবে। সূরা আলাম নাশরাহ্ যে মালে পাঠ করা হবে তাতে অনেক বরকত হবে। সূরা তীন ৩বার পাঠ করলে চরিত্র, আদর্শ উত্তম হবে। সূরা আলাকের মধ্যে শরীরের জোড়ায় যে ব্যথা হয় তার চিকিৎসা। সূরা কদর সকাল সন্ধ্যা পাঠ কররে আল্লাহ্ তাআলা তার সম্মান বৃদ্ধি করে দিবেন। সূরা বায়্যিনাহ শেত এবং কুষ্ঠ রোগের ঔষধ। সূরা যিলযাল কুরআনের এক চতুর্থাংশ। যে মানুষ অথবা পশুর উপর খারাপ দৃষ্টি পড়েছে তার উপর সূরা আদিয়াত এর ফুক অনেক উপকারী। সূরা কারিয়া পাঠ করলে বলা-মুসিবত দূর হয়। সূরা তাকাসূর ৩০০বার পাঠ করলে খুব তাড়াতাড়ি ঋণমুক্ত হয়। সূরা আছর পাঠ করলে চিন্তা দূর হয়ে যায়। সূরা হুমাজা এবং সূরা ফিল পাঠ করলে দুশমনের উপদ্রপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সূরা কুরাইশ জানে হিফাযতের জন্য পরিক্ষিত। সূরা মাউন বড় মুসিবতের সময় পড়া অত্যন্ত উপকারী। সূরা কাউছার তিলাওয়াত করলে নিঃসন্তান সন্তানের পিতা হয়। সূরা কাফিরুন কুরআনের এক চতুর্থাংশ। সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তার অনেক ফযীলত রয়েছে। সূরা ফালাক এবং সূরা নাস জ্বিন, শয়তান এবং হিংসুকদের উপদ্রপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। **(জান্নাতী যেওয়ার, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)**

হায়! তিলাওয়াত করার জযবা অর্জন হয়ে যেত। আসুন আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত হই:

তিলাওয়াত কা জযবা আতা কর ইলাহি, মুআফ ফরমা মেরি খাতা হার ইলাহী।
তিলাওয়াত করো হার ঘড়ি ইয়া ইলাহি, বকো না কভবি ভি মাই ওয়াহি ভাবাহি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীমের বিভিন্ন সূরার ফযীলত এবং আরো বেশি ইলম অর্জনের জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনেক প্রিয় কিতাব মাদানী পঞ্জেসূরা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া

www.dawateislami.net

স্বরূপ সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন। এ কিতাব প্রত্যেক ঘরে থাকা প্রয়োজন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এ কিতাবে প্রসিদ্ধ কুরআনের সূরা সমূহ দরূদ এবং রূহানী চিকিৎসার সাথে সাথে অসংখ্য মাদানী ফুল সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.com** থেকে এ কিতাব ডাউনলোড করা যাবে।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে কুরআন তিলাওয়াত শিখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! কুরআন তিলাওয়াতকারীদের উপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত বর্ষণ ঐ সময় হবে যখন তিনি সঠিক পদ্ধতিতে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করবে। আমাদের সমাজে মানুষেরা নতুন দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করা, ইংরেজি ভাষা, কম্পিউটার বিভিন্ন কোর্সের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মোটা অংকের টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মনমালিন্য দেখায়না। কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে সঠিক পদ্ধতিতে বিনা পয়সায় কুরনানে পাক পড়ার সুযোগ হয়না। যে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেনা সে সাওয়াবের বিপরীতে গুনাহের অধিকারী হয়ে যায়।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: অনেক কুরানের পাঠক রয়েছে (ভূল পড়ার কারণে) যাদের উপর কুরআন অভিশাপ দেয়। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)**

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: এক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে বিশুদ্ধরূপে পৃথক করা যায় এমন তাজবীদ শিক্ষা করা ফরয়ে আইন। এ ছাড়া নামায নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যাবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩য় খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)** তিনি আরো বলেন: এতটুকু তাজবীদ শিক্ষা করতে হবে যাতে বিশুদ্ধ অক্ষরে (অর্থাৎ- কায়দা, তাজবীদ অনুযায়ী অক্ষরের উচ্চারণ আদায় করা যায়) এবং ভূল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শিক্ষা করা ফরযে আইন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২য় খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)** ছদরুশ শরীয়াহ মুফতি আমজাদ আলী আজমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যার থেকে বিশুদ্ধ অক্ষর আদয় হয়না তার উপর ওয়াজিব বিশুদ্ধ ভাবে অক্ষর আদায় করার জন্য রাত দিন চেষ্টা করা। **(বাহারে শরীয়াহ ১/৪৭০)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভায়েরা! আমরা যদি বিশুদ্ধ কায়েদা ও মাখরাজ সহকারে কুরান পড়ার ইচ্ছা রাখি এবং পড়তে চায় তাহলে মাদ্রাসাতুল মদিনা (বালেগান) এ অবশ্যই অংশ গ্রহণ করব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বিভিন্ন জায়গা এবং মসজিদে (ইত্যাদিতে) সাধারণত ইশার নামাযের পর মাদ্রাসাতুল মদিনা (বালেগান) এর ব্যাবস্থা রয়েছে। যেখানে বয়স্ক ইসলামী ভায়েরা বিশুদ্ধ ভাবে মাখরাজ সহকারে কুরানে পাক শিক্ষা করে, দোয়, নামায ইত্যাদি শুদ্ধ করে সুন্নাতের প্রশিক্ষন বিনা খরচে অজৃন করে। এছাড়া ও বর্তমানে প্রথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘরের মধ্যে কমপক্ষে দৈনিক হাজারের মতো মাদ্রাসাদতুল মদিনা (বালেগান) ব্যবস্থ হয়ে থাকে,যেখানে ইসলামী বোনেরা কুরানে পাক,নামায এবং সুন্নাতের বিনা মূল্য শিক্ষা অর্জন করছে । কুরান শিক্ষার কি ফযিলাত বলব, যেমন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশানা বিভাগ মাকতাবাতুল মদিনা হতে প্রকাশিত বাহরে শরীয়াত খ: ৩, পৃ: ৪৮৪ তে দুইটি সরকারে صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী বর্ণিত রয়েছে:

(১) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরান শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

(২) যে কুরান পাঠে অভিজ্ঞ সে কিরামান কাতিবীন এর সাথে রয়েছে, যে থেমে থেমে কুরান তিলাওয়াত করে অর্থ্যাৎ ভাল ভাবে দ্রুত পড়তে পারেনা , কষ্ট হয় তার জন্য দুটি প্রতিদান (সহি মসুলিম ৪০০ হা: ৭৯৮) আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শুদ্ধভাবে কুরানে পাক শিক্ষা অর্জন করার জন্য মাদ্রাসাতুল মদিনা (বালেগান) এ ভর্তি হওয়ার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদ্রাসাতুল মদিনা (বালেগান) এর জন্য বারংবার উৎসাহ প্রদান করুন , আমিরে আহলে সুন্নাত আল্লাহ তায়ালার দরবারে বলেন-

আত হো শকে মওলা মাদ্রাস মে আনে জানেকা
খোদার জওক দে কুরান পড়নে বা পড়ানে কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কুরানে পাক তিলওয়াতের বরকত তখনই বাস্থব অর্থে অর্জিত হবে যখন আমরা তার সম্মানের প্রতি, শিষ্ঠাচারের প্রতি লক্ষ্য করে তিলওয়াত করব, যদি শিষ্ঠাচারের প্রতি লক্ষ্য করা না হয় তাহলে না তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে না সে বরকত লাভে ধন্য হবে। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুনাহের শিকার হয়ে যাবে । আসুন কিচু শিষ্টাচার শিখে নিই যেন কুরান তিলাওয়াত করে তার বরকত অর্জন করা যায়।

* আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দৈনিক সকাল বেল কুরান পাক চুম্বন করতেন এবং বলতেন, ইহা আমার প্রতিপালকের ওয়াদা এবং তার কিতাব। (দুরে মুখতার খ:৯ পৃ.৬৩৪) তিলাওয়াতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব এবং শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত নতুবা মুস্তাহাব (বাহারে শরিয়ত খ.১ অধ্যায় ৩ পৃ.৫৫০) অজুসহকারে ক্বিবলার দিকে মুখ করে পরিস্কার কাপড় পরিধান করে তিলওয়াত করা মুস্তাহাব (প্রাগুক্ত) * কুরান মজিদ দেখে পড়া মুখস্ত পড়া থেকে উত্তম , এ ক্ষেত্রে পড়াও হয় দেখাও হয়, চুম্বন করাও হয় যা সব ইবাদত (গুনিয়াতুল মুতামাল্লি পৃ.৪৯৫) * কুরান করিম অধিক সুন্দর আওয়াজে পড়া উচিত যদি আওয়াজ সুন্দর না হয় তাহলে আওয়াজ সুন্দর করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অক্ষরের কমবেশী হওয়া যেমন গীতিকাররা করে তা না যায়েজ বরং পড়ার ক্ষেত্রে কায়দা এবং তাজবীদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। (দুরে মুখতার সম্বলিত রুদ্দে মুখতার খ.৯ পৃ.৬৯৪) * কুরান মজিদ উচ্চ আওয়াজে পড়া উত্তম, যখন কোন নামাজী, রোগী অথবা শয়নকারীর কষ্ট না হয় (গুনিয়াতুল মুতামাল্লি) * যখন বড় আওয়াজে কুরান পড়া হয় তখন সমস্থ উপস্থিতিদের শ্রবণ করা ওয়াজিব। যখন ঐ অনুষ্ঠানে কুরানের আসর হয়ে থাকে নতুবা একজন শুনলে হয়ে যাবে। যদিও বা অন্য লোকেরা অন্য কাজে রত থাকে (ফতোয়ায়ে রজবীয়া খ.২৩ পৃ.৩৫৩) * অনুষ্ঠানে সকল মানুষ উচ্চ আওয়াজে পড়বে এটা হারাম অধিকাংশ মৃত ব্যক্তির ইসওয়ালে সওয়াবের অনুষ্ঠানে সবাই বড় আওয়াজে পড়ে এটা হারাম , যদি কিছু লোক একসাতে কুরান পাঠ করে তাহলে হুকুম হচেছ আস্তে পড়া (বাহারে শরিয়ত খ.১ অংশ৩ পৃ.৫৫৬) * বাজারে যেখানে মানুষেরা বিভিন্ন কাজেরত সেখানে বড় আওয়াজে পড়া না জায়েয মানুষ যদি না শুনে তাহলে তিলওয়াতকারীর গুনাহ হবে। যতি কাজরত হওয়ার পূর্বে সে পড়া শুরু করেছে এবং সে জায়গা যদি

www.dawateislami.net

কাজের জন্য নির্ধারিত না এমতাবস্থায় প্রথমে পড়া শুরু করল মানুষেরা শুনছেনা তখন মানুষেরা গুনাহগার হবে ,যদি কাজ শুরু হওয়ার পরে সে পড়া শুরু করে তাহলে তিলওয়াতকারী গুনাহগার হবে (গুনিয়াতুল মুতামাল্লি) * শুয়ে কুরান পড়া কোন অসুবিধা নেই যদি পা গুটানো থাকে এবং মুখ খোলা থাকে এভাবে চলা-ফেরা এবং কর্মের সময়ও কুরান তিলাওয়াত করা থাকে। * গোসলখানা এবং নাপাকির স্থানে কুরান তিলওয়াত করা না জায়েজ (প্রাগুক্ত) * যে ব্যক্তি ভুল পড়ছে শ্রবণকারীর ওয়াজিব শুদ্ব করে দেওয়া শর্ত হল হিংসা সৃস্টি না হয় মত বলা (প্রাগুক্ত) * কুরান তিলওয়াতের সময় থেকে থেমে পড়া উচিত, এটা মুস্তাহাব। * যদি তিলওয়াতের মধ্যেখানে কোন অলসতা এসে যায় তাহলে তিলওয়াত বন্ধ করে দিবে অলসতা চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার তিলওয়াত করা সম্ভব হয়। সরকারে দোওয়ালম..... বলেন যতক্ষন তোমাদের অন্তর স্থির থাকে কুরান পড়তে থাক অতপর যখন এদিক সেদিক মন চলে যায় তাহলে তিলওয়াত বন্ধ করে দাও (সহি বুখারী কিতাবু ফাজায়িলিন কুরআন বাবু ইকরাউল কুরান হাদীস নং.৫০৬০ খ.৩ . পৃ.৪১৯) প্রিয় ইসলামী ভায়েরা কুরান তিলওয়াতের আরো শিস্টাচার শিখার জন্য আমিরে আহলে সুন্নাতের রিসালা তিলওয়াতের ফজিলত অধ্যায়ন করুন।

মাই আদাব কুরান কা হার...করতা রহো
হার গাড়ি আই মেরে মওলা তুজছে মাই ডরতা রাহো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুরানের শিক্ষাকে ব্যাপক করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বিভাগসমুহ (১) মাদরাসাতুল মদিনা (ছেলেদের) (২)) মাদরাসাতুল মদিনা অনাবাসিক (৩)) মাদরাসাতুল মদিনা , আবাসিক (৪)) মাদরাসাতুল মদিনা, মহিলা শাখা (৫)) মাদরাসাতুল মদিনা , বালেগান (৬)) মাদরাসাতুল মদিনা , বালেগাত (৭)) মাদরাসাতুল মদিনা, অনলাইন ছেলেদের, দেশের এবং দেশের বাইরের মাদানী মুন্নাদেরকে কুরান পাক হেফজ এবং নাযেরার শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। মাদরাসাতুল মদিনা, আবাসিকে স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদেরকে স্কুল ছুটির পর এক বা দুই

www.dawateislami.net

ঘন্টা কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।) মাদরাসাতুল মদিনা আবাসিকে বিনা মূল্যে রেখে কুরআন পাক হেফজ এবং নাজেরা শিক্ষা দেওয় হয়। মাদরাসাতুল মদিনা (মেয়েদের) ক্বারীরা ইসলামী বোনেরা মাদানী মুন্নীদেরকে বিনা মূল্যে কুরান পাক হিফজ এবং নাজেরা শিক্ষা দেয়। মাদরাসাতুল মদিনা বালেগানের সময় ৪১ মিনিট তাতে ইসলামী ভাইদেরকে শুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরান পড়ানো হয় নামায, সুন্নাতসমূহ বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। মাদরাসাতুল মদিনা বালেগাতের মধ্যে ইসলামী বোনদেরকে ইসলামী বোনেরা ঘরের মধ্যে সম্মিলিতভাবে বিনাখরচে কুরান ও নামায শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাদের বিশেষ মাসয়াল শিক্ষা দিয়ে থাকে , মাদরাসাতুল মদিনা (ছেলেদের) অনলাইন এ ক্বারী সাহেবগন মাদানী মুন্নাদের এবং বড়দেরকে ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরান,সুন্নত ও দোয়া শিক্ষা দেওয় হয়। মাদরাসাতুল মদিনা (মেয়েদের) অনলাইনে ইসলামী বোনদেরকে ইসলামী বোনরা কুরান,সুন্নাত ও নামায শিক্ষ দেওয় হয়। এবং সুন্নাত মোতাবেক জীবন-যাপনের তরবিয়ত দিয়ে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কম বেশ ৭২টি দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা অর্জন করছে। দাওয়তে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদিনা ২২০০ থেকে বেশী। এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কমপক্ষে এক লক্ষ দশ হাজার, দাওয়াতে ইসলামীর অসংখ্য হাফেজে কুরান প্রত্যেক বছর তারাবিতে কুরানে পাক শুনান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদিনা বালেগান এবং বালেগাতে বার হাজার থেকে অধিক ছাত্র-ছাত্রী আছে।

ইহি আরজু তালীমে কুরআন আম হো যানে
তিলওয়াত করনা সুবহ শাম মেরা কাম হো যায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজকে আমরা কুরান মজীদের মর্যদা এবং তার তিলওয়াতের বরকতের ব্যাপারে বয়ান শ্রবন করলাম। কুরান মজীদে আল্লাহ তায়ালার ওহী এটি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের মাধ্যমে, কিয়ামত পর্যন্ত বাকি

www.dawateislami.net

থাকবে, সকল আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ট,সকল জ্ঞানের ঝর্ণাধরা,হেদায়েতের আলোক বর্তিকা, রহমতের ভান্ডার, বরকতের শ্রবণ, তাঁর তিলওয়াতের বরকতের মধ্যে রয়েছে কিয়ামত দিবসে পাঠকের জন্য শাফায়াত করবে অবশ্যই কিয়ামত দিবসে কুরান পাঠকের জন্য কোন ভয় থাকবেনা এবং তাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয় হবেনা। কুরানে পাকের তিলওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত আমাদের ও কুরান মজিদের শিস্টাচারের প্রতি দৃষ্টি রেখে সকাল সন্ধ্যা বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে যতটুকু সম্ভব তিলওয়াতে অভ্যস্থ হওয়া এবং কুরান শিক্ষার উপর আমল করে নিজের জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ তাওয়ালা আমাদেরকে তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী কাজে অংশ গ্রহন করুন, শাইখে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত দামাত বরকতাহুম আলাইহি আমাদেরকে এমন একটি মাদানি উদ্দেশ্য দিয়েছেন যা হল আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। তাই নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং জেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে বেশী বেশী অংশগ্রহনকারী হয়ে যান। জেলী হালকার ১২ টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচেছ দৈনিক ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকা। এই মাদানী কাজ মসজিদের মধ্যে ফজরের নামাযের পর হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম খাজায়িনুল ইরফান/ সিরাতুল জিনান থেকে তিন আয়াত তরজুমা এবং তাফসীর সহকারে দেখে শুনানো হয়। অতপর ফয়যানে সুন্নাত থেকে কম বেশি চার পৃষ্টা অথবা আমিরে আহলে সুন্নাতের কোনো রিসালা থেকে দরস দেয়া হয়। অতপর ইসলামি ভাইয়েরা শাজরা ক্বাদেরীয়া রজবীয়া আওারীয়ার শের সমূহ সম্মিলিতভাবে পড়ে তার পরে ফিকরে মদীনার সম্মিলিত হালকা হয়। সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়েরা ইশরাক শাস্ত পরে আল্লাহ্ তাআলার দয়ায় হজ্জ ও ওমরার সওয়াব অর্জনের চেষ্টা করে তাই আপনি ও মাদানি হালকায় অংশগ্রহনের নিয়্যত করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য বরকত অর্জন হতে মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান পড়া এবং পড়ানোর উৎসাহ প্রদানের মধ্যে একটি মাদানী বাহার আপনাদের খিদমতে পেশ করছি।

www.dawateislami.net

মাদরাতুল মদীনা বালেগান এর শিক্ষক কিভাবে মুফতী হলো ? বাবুল মদীনা করাচীর এক স্থানীয় ইসলামী ভাই মুফতী ফুজাইল রেজা আত্তারী مد ظله العالی এর বর্ণনায় সারমর্ম এই আমি চৌদ্দ বছর বয়সে মেট্রিক পাশ করেছি এবং অধিক শিক্ষা অর্জনের জন্য কলেজে ভর্তি হই আমার অধিকাংশ সময় যুবকদের মত সাথীদের সাথে গল্প গুজব অথবা ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার অতিবাহিত হতো আমাদের এলাকায় সবুজ পাগড়ী এবং সাদা লেবাস পরিহিত এক আলোকে রাসূল অত্যন্ত মুহাব্বত সহকারে আমার সাথে সাক্ষাত করতে এবং কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত বলত আমাকে ও এ পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। আমি তাদের মহব্বতভরা মাদানী ভাব দ্বারায় অনেক প্রভাবিত ছিলাম, কিন্তু দীর্ঘ দিন তার দিকে পা বাড়ায়নি পরিশেষে তাদের ইনফারাদি কৌশিচের বরকতে আমি মসজিদে ইশার নামাজের পরে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগানে এ অংশগ্রহন করি। আমি শারীরিক ভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে আমার মূল বয়স থেকে অনেক ছোট দেখাত সে কারণে আমাকে আলাদা বসাত। সে কারণে আমাকে একবার মাদ্রাসায় দাড়ানোর ক্ষেত্রে সুযোগ ও মিলেনি। কেননা যেখানে বড় বয়সের ইসলামী ভাইয়েরা ছিল। কিন্তু আমি সাহস হারায়নি দ্বিতীয়বার ভর্তির চেষ্টা করি। আমার জজবা দেখে আমাকে আবার ভর্তি দেয়া হল। আমি আশেকানে রাসূলদের সাথে থেকে বিশুদ্ধ কুরআন পড়া শিখে গেলাম। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে জামাত সহকারে নামাজ আদায় এর সাথে সাথে সুন্নাতের প্রতি আমলের জজবা মিলে গেল। তাড়াতাড়ি শায়খে তরীকত আমীরে আহরে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে মুরিদ হয়ে আত্তারী হয়ে গেলাম। আমি কম বেশি আট বছর মাদ্রাসাতুল মদীনা (বালেগানে) বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করি। এর মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে অনুষ্ঠিত সম্মীলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করি এবং সাওয়াব অর্জনের লক্ষ্যে অধিক উৎসাহিত হয়ে আমি ১৯৯৬ইং তে দরসে নিজামী পড়া শুরু করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ২০০৩ইং সালে আমি ফারেগ হই এর মাধ্যমে ফতোয়া প্রধানে উৎসাহ অর্জন করি। প্রিয় মুর্শিদের দয়ায় শরয়ী বিচার বিশ্লেষন

www.dawateislami.net

বিভাগের রোকন হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে দারুল ইফতাহ আহলে সুন্নাতে মুফতি ও সত্যায়নকারী হিসেবে ফতোয়া বিভাগে খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করি।

মকবুল জাহা বরমে হো দা'ওয়াতে ইসলামী,
সদকা তুঝে আয় রব্বে গাফ্ফার মদীনে কা।

আল্লাহ্ তাআলা রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষণ হোক এবং তার ওসীলায় আমাদের মাগফিরাত হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানে পড়াতে পড়াতে মুর্শিদের দয়ার বরকতে কলেজ পড়ুয়া ইসলামী ভাই মুফতি হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক করার জন্য বিভিন্ন মসজিদ ইত্যাদিতে বিষেশ করে ইশারের নামাযের পর অসংখ্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের ব্যাবস্থা হয় যেখানে বড় ইসলামী ভায়েরা বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআনে কারীম, দোয়া, নামায ইত্যাদি শুদ্ধ করে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণ বিনা মূল্যে অর্জন করে আপনিও মাদ্‌রাসাতুর মদীনা বালেগানে পড়ার অথবা পড়ানোর নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার

www.dawateislami.net

সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিস্ওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল

প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

✱ মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮)

✱ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস - ৫৮৬৯) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়াহ্, বদরুত তরীকাহ্, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা।" ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নতের অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) ✱ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওযুর সময় মিস্ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হল কিন্তু পাওয়া গেল

www.dawateislami.net

না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মুদ্রা) বিনিময়ে মিস্ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশী খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এত বেশী দাম দিয়ে কি মিস্ওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত বস্তু **আল্লাহ্ তা'আলা**র নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব, "তুমি আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতেকে (মিস্ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়। বেশী লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক **(GAP)** সৃষ্টি করে। ✱ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। ✱ যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✱ মিস্ওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন। ✱ মুষ্ঠি

www.dawateislami.net

বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ❋ মিস্ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ঐ সময় হবে যখন মুখ দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) ❋ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

www.dawateislami.net

)১ (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

)২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

)৩ (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

)৪(এক হাজার দিনের নেকী جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ :

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیۡ عِلۡمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَآئِمَۃً بِدَوَامِ مُلۡکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرۡضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে !যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ

www.dawateislami.net

وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net